25

দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

নোট বইয়ের মান বজায় রাখার আবেদন

ভুলে ভরা নোটবই বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গাইবান্ধা।– বাজারে অবাধে ভুলেভরা নোটবই বিক্রি হচ্ছে। অধিকাংশ নোটবইয়েই প্রশ্নের উত্তরে অস্পষ্টতা। এসব নোটবইয়ের দামও অধিক। বইয়ের দোকানে নোটবই ছাড়া মূলবইও পাওয়া যায় না।

ভুল এবং অস্পষ্টতার কারণে ১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকার ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের নোট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আইন অমান্যকারীদের ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানার বিধান রাখা হয়। কিন্তু এই আইন কখনই কার্যকর হতে দেখা যায়নি।

পরবর্তীতে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার ১৯৯২ সালে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শুধু ইংরেজী পাঠ্য বইয়ের নোট প্রকাশে রাজী হলে পাঠ্য পুস্তক বোর্ড তা প্রকাশে অনুমতি দেয়। সেই সুযোগে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্যরা সকল পাঠ্য বইয়ের নোট প্রকাশ এবং তা অবাধে বেচাকেনা শুরু করে। বর্তমানে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, নোটবই ছাড়া পুস্তক ব্যবসায়ীরা বোর্ডের বা বোর্ড অনুমোদিত কোন বইই বিক্রি করে না। এসব নোটবইয়ের মূল্য অস্বাভাবিক চড়া বলে সাধারণ পরিবারের পক্ষে এসব বই খরিদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে পাঠ্য বই সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল পাঠ্য বইয়ের নোট নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে আভাস দিয়েছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাদের মতে, নোটবই নিষিদ্ধকরণে ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে না। কারণ, শহর এলাকার অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে এখন ছাত্রছাত্রীদের অস্বাভাবিক চাপ। প্রত্যেক সেকশনে কমপক্ষে ১শ ছাত্রছাত্রী থাকে। অথচ ক্লাসের সময় মাত্র ৪০ মিনিট। ফলে ১০ জনের বেশী ছাত্রছাত্রীর পড়া নেয়া যায় না। এই অবস্থায় ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের তেমন লেখাপড়া হয় না। এর উপর রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছুটি। এর মধ্যে এসএসসি, বৃত্তি এবং অন্যান্য পরীক্ষার ঝামেলা। মূলত ক্লাস হয় ৪ থেকে ৫ মাস। এতে ছাত্রছাত্রী স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে না।

এ জন্য প্রাইভেট টিচারদের চাহিদা বেড়ে গেছে। তারাও হয়ে গেছেন কমার্শিয়াল। নোট দেন না ছাত্রছাত্রীদের তারা। ফলে বাজারের নোটের উপর নির্ভর করতে হয় তাদের।

এক্ষেত্রে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হয়েছে নোটবই নিষিদ্ধ করেও এর প্রকাশনা বন্ধ করা যাবে না। গোপনে বেচাকেনা চলবে। দাম বেশী হবে আর। ভুল–ভ্রান্তি বেশী থাকবে। তাই তারা মনে করছেন, বোর্ড অনুমোদিত র‍্যাপিড বইসহ অন্যান্য বইয়ের মতো কতিপয় নোট যাচাই করে তা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হোক। যাচাই বাছাই করে নোট অনুমোদন দিয়ে প্রকাশকদের তা ছাপাতে দিলে সেক্ষেত্রে দামও কম হবে এবং ভুল–ভ্রান্তিও কম থাকবে।

তারা শিক্ষামন্ত্রীকে বিষয়টি বিবেচনায় আনার অনুরোধ জানিয়েছেন।